দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

শিশু নির্যাতন ও আমাদের ভবিষ্যৎ

মো. শরিফুল ইসলাম

আমাদের শৈশবে বিটিভিতে কোনো এক অনুষ্ঠানে একটা গান বাজতো—'আমরা শিশু, আমাদেরও আছে অধিকার...'। আমরা কেন তাঁদের সে অধিকার দিতে চায় না, সে এক বিস্ময়! কষ্টের বিষয় হলো—নতুন করে বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সকালে পত্রিকা খুললে এই বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্প্রতি সিলেটের রাজন হত্যা, ক্রিকেটার শাহাদাতের জেল, পাঁচতলা থেকে এক শিশুকে ফেলে দেয়া এবং বাহুবলের চার শিশুকে মেরে লাশ বালুচাপা দেয়ার ঘটনা প্রমাণ করে আমরা কতটা হিংস্র আচরণ করছি শিশুদের প্রতি। বাল্যবিবাহ, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ আর শিশুশ্রম—এসব তো প্রতিনিয়ত ঘটছেই। পথশিশুদের কথা তো কেউ ভুলেও মনে রাখে না।

বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যেসব অপরাধ অন্তর্ভুক্ত তা হলো—দহনকারী বা ক্ষয়কারী, শিশু পাচার, নারী ও শিশু অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, আত্মহত্যায় প্ররোচনা, যৌননিপীড়ন, যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে শিশুকে অঙ্গহানি, ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান। শিশুদের মানবাধিকার রক্ষা এবং নিরাপদ বসবাসের জন্য সরকার এসব বিষয়ের ওপর নজর রাখছে এটা যেমন সত্য, তারচেয়ে বড় সত্য হলো আমাদের সচেতনতার অভাব। 'আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ'—একথা ভুলে গিয়ে আমরা তাদের বিপথে ঠেলে দিচ্ছি। মাদকপাচার থেকে শুরু করে সেবনে এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহিত করছি অসহায় শিশুদের। পথশিশুদের জন্য কোনো সহায়তা তহবিল গঠন দূরে থাক যারা কাজ করছে তাঁদেরও প্রণোদনার ব্যবস্থা করার কোনো উদ্যোগ নেই।

বঙ্গবন্ধুর ছোট ছেলে শেখ রাসেলের জন্মদিনে বাংলাদেশকে 'প্রত্যেক শিশুর নিরাপদ আবাস' হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শিশু মৃত্যুহার এবং পুষ্টিহীনতার হার কমানো—এসব বিষয়ে বিশ্বসভায় বাংলাদেশের একটা ভালো অবস্থান আছে। এই প্রশংসা ধরে রাখতে শিশুদের 'উপযুক্ত নাগরিক' হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে সরকারের। সেই সঙ্গে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে সময় উপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে। শিশু নির্যাতন রোধে এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকার যদিও জেন্ডার ও শিশু অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে, তারপরেও এ আয়োজন নগণ্য।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটা বিদ্যমান তা হলো আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাব এবং আইনের প্রতি অবহেলা। শিশু আইন, শিশুনীতি এসব থাকলেও সঠিক প্রয়োগের অভাবে অপরাধ ক্রমে বেড়ে যায়। শিশুর প্রতি দায়িত্ববোধ এখন আর শুধু নীতিবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে বরং তা ক্রমবর্ধমান হারে বৃহত্তর সামাজিক ও আইনানুগ বাধ্যবাধকতার আওতায় আনতে হবে। শিশুদের প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করতে হবে। শিশুকে তার নিজের মত বেড়ে উঠতে দিতে হবে। দারিদ্র্য ও কুসংস্কার এবং মানসিক চাপ দেশের অগণিত শিশুদের নির্মল শৈশব থেকে বঞ্চিত করছে।

শিশুরা আমাদের নতুন দিনের আলোক শিখা। শিশুদের হাত ধরেই হয়তো আমরা নাম লেখাব উন্নত বিশ্বের কাতারে। নতুন প্রজন্মের জন্য আমরা আর কিছু করতে না পারি অন্তত তাদের নির্যাতন থেকে তো রক্ষা করতে পারি! আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শুরু থেকেই জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করুক, এটা আমাদের কাম্য নয়। 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি / নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার'। সেই কবে সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'ছাড়পত্র' কবিতায় অঙ্গীকার করেছেন, অথচ সে অঙ্গীকার আমরা এখনো করে যাচ্ছি!

● লেখক : শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়